শিরোনামহীন

তপন দেবনাথ

সে দৃশ্যটি অজিত কুমার কিছুতেই ভুলতে পারেন না। শত চেষ্টা করেও মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। যতবার ভুলে থাকার চেষ্টা করেন ততবারই তা আরো স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একটি মানষিক যাতনা তাকে দিন দিন নিঃশেষ করে দিচ্ছে। একই দৃশ্য সকালে-বিকালে তাকে দেখতে হচ্ছে। প্রতিদিন অফিসে যাবার প্রাক্কালে ভাবেন আজ আর মন খারাপ করব না কিন্তু ফার্মগেট দ্বিতীয় ওভারব্রীজের গোড়ায় গেলেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। সুন্দর সকালটা তার পন্ড হয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাবেন অজিত কুমার আর কতকাল, আর কতকাল এ দৃশ্য দেখতে হবে? অফিস থেকে ফেরার পথে ভাবেন আর যেন সে ছবি দেখতে না হয়। এ দুপুরের মধ্যে যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে খুবই ভালো। মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তবে আর কেন বৃথা কষ্ট পাওয়া? না, তার মৃত্যু হয়নি। সে কংকালসার দেহটি মানুষের করুনা লাভের জন্য এখনো বেঁচে আছে।

ফার্মগেট দ্বিতীয় ওভারব্রীজের পূর্বগোড়ায় বসে একটি মেয়ে ভিক্ষে করছে। তার বয়স চার বছররের বেশি হবে না। অতি শীর্ণকায় তার দেহ। মনে হয় জন্মের পর পুষ্টিকর কোন খাবার তার পেটে পড়েনি। শরীর শুকাতে শুকাতে এখন হাড্ডিসার। প্রাণ বায়ুটুকু অনেক কষ্টে সচল আছে। যেকোন মুহূর্তে দেহ ছেড়ে গিয়ে স্বস্থি লাভ করবে। দম নিতে তার খুবই কষ্ট হয়। সামনে একটি টিনের থালা নিয়ে সে বসে থাকে নির্বাক। এদিক সেদিক তাকায় মাঝে মাঝে। কেউ ভিক্ষে দিবে বুঝতে পারলে ডান হাতটা সে একটু উপরের দিকে তুলে। স্বস্থান থেকে ডান হাতটা একটু উপরে তুলতে তার কি পরিমাণ কষ্ট হয় তা বর্ণনাতীত। ভিক্ষে দিবে বুঝলেই সে হাতটা উপরে তুলতে চেষ্টা করে। অনেক সময়ই সে তা পারে না। পথিক, যিনি ভিক্ষে দেবেন তিনি থালায় রেখে চলে যান। মেয়েটি নেড়েচেড়ে দেখে টাকার পরশ কেমন। তার চেহারা এতটাই করুনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কম সংখ্যক পথিকই তাকে ভিক্ষে না দিয়ে পারে। এক দুপুরের মধ্যে তার থালাটি টাকায় ভরে যায়।

দূরে বসে এক মহিলা, সম্ভবত মেয়েটির নিকট আত্মীয়; এমন কি তার মা-ও হতে পারে সারাদিনই মুখে এটা সেটা চিবুতে থাকে। তার সতর্ক দৃষ্টি সব সময় ঐ থালার দিকে। কখন থালাটি ভরবে আর সে তা নিয়ে তার থলিতে পুড়বে। প্রতিদিন সে যা আয় করে তাতে করে প্রতিদিন পোলাও বিরিয়ানী খেলেও মেয়েটার টাকার অভাব হবার কথা নয়। এ মেয়ে যতটুকু খেতে পারে তা ঢাকার একটি বড় মাপের ইঁদুর প্রতিদিন তার চেয়ে বেশি আহার গ্রহন করে। মেয়েটিকে দিয়ে আয়-রোজগার করার জন্যই মহিলা মেয়েটিকে খাবার দেয় না। খাবার পেলে মেয়েটি সুস্থ হয়ে যাবে আর সে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। প্রতিবাদ করতে পারে না বলেই তাকে ধূকে ধূকে মরতে হচ্ছে। ভিক্ষের অন্নও তার নিজ ভাগ্যে জুটছে না। অবুঝ শিশু বলেই সে বঞ্চিত হবে? আগে এ এলাকায় একটি ওভারব্রীজ ছিলো, এখন দু'টো হয়েছে। স্কুল, কলেজ, সিনেমা হল মার্কেট কী নেই এখানে? রাস্তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ফুটপাতের উন্নতি সাধিত হয়েছে, রাস্তায় নানা দামের নতুন গাড়ি নেমেছে। পদ্মা-মেঘনায় অনেক জল গড়িয়েছে এতদিনে কিন্তু এ মেয়েটার কোন পরিবর্তন হয়নি। জন্ম হয়েছে তার অন্যের করুনা লাভের জন্য। একটি কংকালসার অবুঝ শিশুর ভিক্ষে করার দৃশ্য কি বলে যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সত্যি এতটা শোচনীয়?

অজিত কুমার সব সময় মেয়েটার মৃত্যু কামনা করেন। এছাড়া মেয়েটার জন্য কোন পথ খোলা নেই। সে যতদিন বাঁচবে ততদিনই এভাবে না খেয়ে অপুষ্টিতে ভুগবে এবং অতিকায় শীর্ণ দেহ দেখিয়ে

পথচারীর করুনা লাভ করতে হবে। সে যা আয় করে তা চলে যায় অন্যের পেটে। অজিত কুমার যতই ভাবেন যে তার দিকে আর তাকাবেন না কিন্তু তাকে এমন জায়গায় বসানো হয় যে এ পথ ছাড়া অজিতের যাতায়াতের আর কোন পথ নেই। একজন শিশু, একজন ভিক্ষুক অজিত কুমারের ভিতরটাকে তোলপাড় করে দিচ্ছে। তার সকল চেতনাকে জাগিয়ে তুলছে, তার সকল মানবিকতাকে পদধূলিত করছে কেন এ শিশুকে ভিক্ষে করতে হবে? রাষ্ট্রীয় কোষাগার কি সত্যি সত্যি শূণ্য হয়ে গেছে নাকি এটি শিশুটির গার্ডিয়ানের ব্যবসা?

থালার মধ্যে তার একটি তুন্দুল রুটি। এপিট-ওপিঠে পোড়া দাগ। সম্ভবত কোন হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার। শক্ত হয়ে গেছে রুটিখানা। অনেক কষ্ট করে মেয়েটি রুটিখানা একবার তার মুখের কাছে নেয়। এক কামড় না দিতে আবার তা থালায় পরে যায়। সে অনুভব করে তার ক্ষিদে এবং বাঁচার জন্য খাবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবার সে ব্যর্থ হয়। অদূরে মহিলা বসে চিবুচ্ছে সারাদিন। পথচারী একবার তাকায় মেয়েটির দিকে। দাঁড়াবার সময় কারো নেই। অসংখ্য গাড়ি ছুটে চলছে রাস্তা দিয়ে। মন্ত্রী-আমলা কে না যাচ্ছে এখান দিয়ে? বাঁচার আনন্দ কেমন তা এ শিশুটি জানে না।

আবার সে মুখ, সে শিশুটি পথচারীর করুনা লাভের জন্য থালা নিয়ে বসে আছে। শীতের সকালে কাঁপছে সে। গায়ে ছেড়া জামা। শীত মানছে না, তবু সে হাত তুলতে চাইছে উপরের দিকে। আকাশ ছুঁতে সে চায় না, চায় না প্রজাপতির মত ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে। একটি ফ্ল্যাট বাড়ি, সাদা রঙের নিশান কিংবা পাজেরো জীপ তার চাই না। সকালে ডিম, মাখনের নাস্তা, বিকেলে হরলিকসের দু:স্বপ্ন তার নেই। দিবসের উদ্ভাসিত আলোতে সারা পৃথিবী ভরে গেলেও শিক্ষার আলো তাঁকে ছুঁবে না কোনদিন। সে হাত তুলতে চায় ভিক্ষের জন্য। কী দুর্ভাগ্য আমার, কী হতভাগ্য দেশের নাগরিক আমি একই দৃশ্য আমাকে প্রতিদিন দেখতে হয়। অজিত দ্রুত অফিসের পথে ছুটে যায়। তাড়া করে তাকে বিবেক, একটা কিছু কর। মরো, মরো তুমি। তোমার মৃত্যু কামনা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। জীবন্ত কংকাল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমার জন্য অনেক ভালো। তোমার মৃত্যু হলে আমি স্বস্থি পাই। যদি তোমার কথা স্মরণ হয়, দু'ফোটা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বলব সত্যি আমার কিছু করার ছিল না। পরপারে তুমি গিয়ে বলো কোন শিশুকে যেন তোমার মত জন্মাতে না হয়। গাড়ি এসে অফিসের পাশে থামে। অজিত কাজে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল।

কাজে মন বসে না তার। ভিতরটা কেমন ছটফট করতে থাকে। একটি নিষ্পাপ শিশুর কংকালসার মুখায়াব তার সমস্ত অস্থিত্বকে ঝাকুনি দেয়। মনে মনে সে আবার অজ্ঞাত শিশুটির মৃত্যু কামনা করে। হ্যাঁ, মরে যাওয়াই হচ্ছে তোর জন্য সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা।

চমক কাটে অজিতের। কি নিষ্ঠুর আমি। একটি অজ্ঞাত শিশুর করুনভাবে বেঁচে থাকা সহ্য করতে পারছি না বলে আমি তার মৃত্যু কামনা করছি। যেন পথের কাঁটা সরে গেলেই বাঁচি। আমি কি শিশুটিকে ভালোবাসি? না তা নয়। সে আমার কেউ নয়। আমি তাকে চিনি না। শুধু তার করুণভাবে ভিক্ষাবৃত্তি আমার সহ্য হয় না। কেন হয় না? আমি জানি না। শুধু জানি, ওকে দেখলেই আমার বিলাপ করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। ওকে যাতে দেখতে না হয় সে জন্য তো আমিও মরে যেতে পারি! পারি না? আমি কেন মরি না।

অফিসের কাজের চাপ বেড়ে যায়। মনের পর্দা থেকে সরে যায় অর্ধমৃত শিশুটির কংকালসার মুখশ্রী।

অফিস ছুটির পর বাসে করে বাসায় রওয়ানা দিল অজিত। মনে মনে ভাবে সে শিশুটির সাথে যেন আর দেখা না হয় তার।

ফার্মগেট এসে নামে অজিত। ওভারব্রীজ পার হয়ে দক্ষিণ দিকে হাটতেই হোচট খেয়ে পরে যাচ্ছিল অজিত। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখে সেই মেয়েটি। যে অজিতের প্যান্টের পায়ের গোড়ালীর কাছে ধরেছিল বলে অজিত পরে যাচ্ছিল। অসংখ্য মানুষের ভীড়ে শিশুটি ওভারব্রীজের নীচে পিলারের কাছে যে বসে আছে অজিত দেখতে পায়নি আগে।

পাশে দেয়াল ঘেষে বসে অবিন্যাস্ত একজন মধ্যবয়সী মহিলা অজিতের পরে যাওয়া দেখে মুচকি হাসছে।
রাগ হয় না অজিত। অনুমান করে সে মহিলা শিশুটির কেউ হতে পারে। ধীরে পায়ে অজিত মহিলার কাছে এগিয়ে যায়। আত্ম বিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞাসা করে-
“ও কি আপনার মেয়ে?”
“হ। আপনের কোন অসুবিধা আছে?” ধমকের সুরে জবাব দেয় মহিলা।
“না, আমার কোন অসুবিধা নেই। ওর যত্ন না নিলে ওতো মরে যাবে।”
“মইরা গেলে আর একটা বানাইয়া নিমু। পারলে কিছু দেন, না পারলে ফুটেন।”
বরফ খন্ডের মতো যেন জমে যায় অজিত। আর একটি বানিয়ে নেয়ার অর্থ কি তা সে বোঝে। মহিলার রগচটা জবাবে সে কিছুটা স্তম্ভিত হয়। তাকে আর কোন প্রশ্ন করা অবান্তর। এ দৃশ্য হয়তো দেখতেই হবে।
মেয়েটির থালায় পাঁচ টাকার একটি নোট রেখে উর্ধ্বশ্বাসে অজিত বাসার দিকে হাটতে থাকে। মৃত্যুর কাছেই ছেড়ে দিলাম ফয়সালা। মৃত্যু কাকে নিলে ভালো হয়? তোমাকে, না আমাকে?

ঢাকা